সংবাদ

তারিখ 22 APR 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

ঢাবির শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন বলে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। এই কয়েকদিন আগেও এই পটভূমিতে একটি সংবাদ পত্রিকায় এসেছিল। খবরটি আমাদেরও উদ্বিগ্ন করেছে। কিন্তু খবরের সমগ্র পটভূমি বিশ্লেষণ করে আমাদের মনে হয়েছে, এই প্রবণতাটির মেয়াদ অর্ধ দশকেরও বেশি হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আরও আগেই উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার ছিল। এখন সর্বশেষ ১৪ এপ্রিল তারিখে আরও এক ছাত্রী চন্দ্রা রানী সরকারের আত্মহত্যার সূত্র ধরে কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হলো। আরও আমরা এই খবর জেনে আশ্বস্ত বোধ করছি যে, কর্তৃপক্ষ এই আত্মহত্যার প্রবণতা রোধ করা ও সংশ্লিষ্ট ছাত্রীদের চিকিৎসা দেয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৪ এপ্রিলের আত্মহত্যা নিয়ে গত ৫ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ শিক্ষার্থী আত্মহত্যার পথে পা বাড়ায়।

এখন আত্মহত্যা রোধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যে উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে সে প্রসঙ্গে আমাদের পক্ষ থেকে দু'চারটি কথা উত্থাপন করতে চাই। শনিবার দিন রাতে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় ছাত্রীদের ৪টি আবাসিক হলে ৯ জন খণ্ডকালীন চিকিৎসক নিয়োগদানের সিদ্ধান্তসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টার স্থায়ীভাবে একজন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী ও একজন মনোচিকিৎসক নিয়োগদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্তটিকে আমরা দেরিতে হলেও একটি ভাল সিদ্ধান্তই বলব। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা এও বলতে চাই শুধু চিকিৎসক কিংবা মনোবিজ্ঞানীর নিয়োগদানই যথেষ্ট নয়। এই পটভূমিতে শিক্ষার্থীরা, বিশেষ করে ছাত্রীরা কেন আত্মহত্যা করার প্রবণতায় ভুগছে তারও একটি সামাজিক বিশ্লেষণ খুঁজে বের করা দরকার। কারণ অনেক সময়ই এসব ক্ষেত্রে একটা মোটা দাগের প্রেমজনিত কিংবা মানসিক প্রতিসন্ধিতাজনিত কারণকেই শনাক্ত করে দায়িত্ব সারা হয়ে থাকে। কখনও এই বিবেচনাটি করা হয় না যে এর পেছনে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক নিপীড়ন কিংবা চাপ কাজ করছে কি না যার জন্য ছাত্রীদের মধ্যে এই আত্মহত্যার প্রবণতাটি বৃদ্ধি পাচ্ছে! আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এই পটভূমিটি খতিয়ে দেখতে বলব এবং এর একটি গবেষণামূলক প্রতিপাদ্য তৈরি করার অনুরোধ জানাব। আমরা মনে করি কোথাও না কোথাও ছাত্রীদের মধ্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে কিংবা একই সঙ্গে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশেও একটা অনিশ্চয়তা ও আস্থাহীনতা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে, যা ছাত্রীদের কেউ কেউ বহন করতে পারছে না বলেও এই আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং ছাত্রীদের জীবনযাপন ও শিক্ষার্থী জীবনের সামগ্রিক পটভূমিটিও খুব দ্রুত বিচার-বিশ্লেষণ করে তার রিপোর্ট ও সুপারিশগুলো সরকার ও সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেয়া দরকার। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে দেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষও বিষয়টি সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা করতে পারবে এবং পরবর্তী সময়ে পরিকল্পনা মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে নয়জন খণ্ডকালীন চিকিৎসক নিয়োগদানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে প্রয়োজনবোধে তাদের পদগুলো স্থায়ীও করার দরকার আছে কি না এবং তাদের পূর্ণ সময়ের জন্য নিয়োগ দেয়া যায় কি না সেটাও কর্তৃপক্ষ যেন বিবেচনায় রাখে। দুইজন মনোচিকিৎসকের স্থায়ী পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্তটি ভাল। যেমন কাউন্সেলিং ব্যবস্থাকে জোরদার করার সিদ্ধান্তটিও সময়োপযোগী হয়েছে। মোট কথা বিষয়টিকে খুব হালকাভাবে না দেখে যতটা সম্ভব গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। আরও একটি জিনিস দেখা দরকার যাদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে তারা ঠিকমতো তাদের দায়িত্ব পালন করছে কি না। আমাদের দেশের অসংখ্য চিকিৎসাকেন্দ্রে ডাক্তারের পদ থাকলে ডাক্তারের নিয়োগ হয় না এবং ডাক্তারের নিয়োগ থাকলে ডাক্তার ঠিকমতো তার কাজটি করে না। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যকার আত্মহত্যার প্রবণতাটি রোধ করতে এবং তাদের যথাযথ চিকিৎসা দিতে কর্তৃপক্ষের সব ইতিবাচক উদ্যোগ যেন ঠিক ঠিক মতো কার্যকর থাকে সেই প্রত্যাশাই আমরা এখন করব।